ছোটোদের বার্ষিকী

ঝালাপালা

সম্পাদক

অশোককুমার মিত্র

প্রচ্ছদ

সুব্রত মাজি

অলংকরণ

প্রণবেশ মাইতি, শিব শংকর ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনীল ঘোষ,
শংকর বসাক, প্রণব হাজরা, রুদ্রনীল ঘোষ

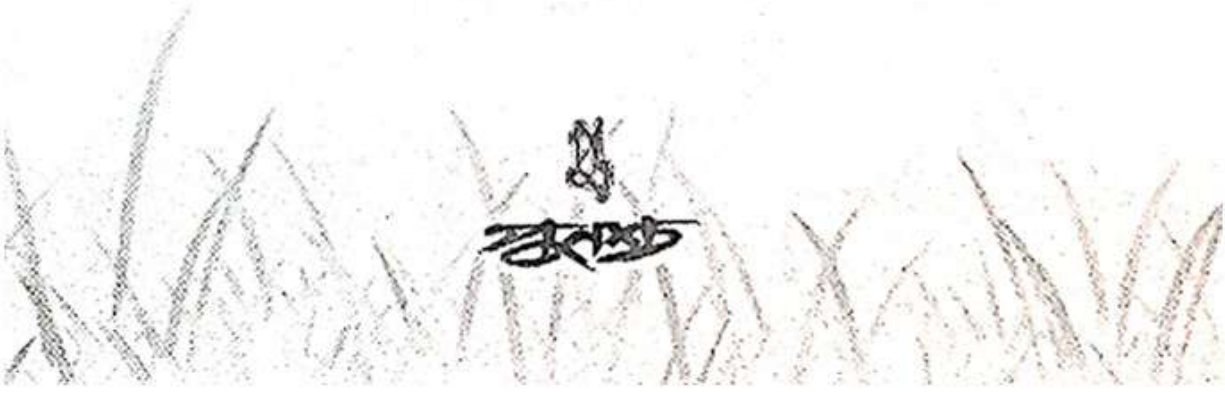

ঝালাপালা

খামখেয়ালি বর্ষার পালা আপাততঃ শেষ। আকাশে হালকা মেঘের ভেলা ভেসে যায়। শিউলিতলায় টুপটুপ ফুল ঝরার শব্দ। বাতাসে ছুটির আগাম গন্ধ, ছুটি এল বলে।

এ বছর যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী। বাংলা শিশুসাহিত্যের ভিত যাঁরা গড়েছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্য হলেন যোগীন্দ্রনাথ। শিক্ষা শুরুর প্রথম বই হিসেবে 'হাসিখুশি' লিখে বাংলার ছোটোদের মন থেকে পড়া নিয়ে ভয় তিনি দূর করে দিয়েছিলেন। গল্প-উপন্যাস-ছড়া-কবিতা কতো যে লিখেছেন গুণে শেষ করা যাবে না। পুরনো দিনের হারানো ছড়া সংগ্রহ করে ছেপে দিয়েছিলেন, ছোটোদের মনের মত নানাজনের গল্পের সংকলনও প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এ কাজগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়েছিল।

এবছর 'সন্দেশের' অন্যতম প্রাক্তন সম্পাদক নলিনী দাসের জন্মশতবর্ষ এবং 'কিশোর ভারতী'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রাক জন্মশতবর্ষ। শিশুসাহিত্যের স্মরণীয় তিন স্রষ্টার রচনা রইল 'হারানো দিন চির নবীন' পর্বে।

আমাদের শিশুসাহিত্যের বড় শোকের দিনও এবছর। অতি সম্প্রতি আমরা হারিয়েছি শৈলেন ঘোষকে, তার অল্পদিন আগে মহাশ্বেতা দেবীকে আরও কিছুকাল আগে সরল দে-কে। এঁরা ছিলেন অতি গুণী লেখক এবং সকলেই ছিলেন ঝালাপালার বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী। নিয়মিত লিখেছেন শুরুর দিন থেকে, কত পরামর্শ দিয়েছেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা স্মরণ পর্বে প্রকাশ করে তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানালাম।

পদ্মদীঘিতে ছুটির ঘণ্টা বাজছে, হাতে পৌঁচেছে ছুটির উপহার 'ঝালাপালা'। তবে আমরা আর কথা বাড়াই কেন—

ঝালাপালা

মহালয়া
১৪২৩

সূচিপত্র

কবিতা

সাবধান	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৭
আরোগ্য	শঙ্খ ঘোষ	৮

হারানো দিন চির নবীন

যোগীন্দ্রনাথ সরকার	লীলা মজুমদার	৯
আসল ঘুঘু	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	১২
কাজের ছেলে	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	১৫
নতুন মেয়েটি	নলিনী দাশ	১৬
বাংলার দুরন্ত ছেলে	দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২১

স্মরণ

ছোট্ট পুরুত বলজিত	মহাশ্বেতা দেবী	২৩
সোনার ঘণ্টা	শৈলেন ঘোষ	২৭
তলায় তলায়	সরল দে	৩১

গল্প

তার নাম—লালচাঁদ প্রজাপতি	জীবন সর্দার	৩২
অঙ্ক ক্লাসের চার্লি চ্যাপলিন	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	৩৪
হারিয়ে ফেলে ফিরে পাওয়ার গল্প	নবনীতা দেব সেন	৩৬
আট তলা থেকে	অরুণিমা রায়চৌধুরী	৪০
সব সেরা অভিনেত্রী	প্রসাদরঞ্জন রায়	৪৩
দীপের পরীক্ষা	শেখর বসু	৪৮

কবিতা

রামধনু	আলোক সরকার	৫১
নিরুত্তর	কালীকৃষ্ণ গুহ	৫১
সবুজ সবুজ	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫২
দেখছে সবাই	অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫২
যেনতেন প্রকারেণ	রতনতনু ঘাটী	৫২
ফটোর লোক	রত্নেশ্বর হাজরা	৫২

উপন্যাস

'এক্সকারশান'	সলিল চট্টোপাধ্যায়	৫৪

গল্প

বিস্কুট	সুনীল জানা	৬৭
আমি, খেজুরগাছ বাবু	বলরাম বসাক	৭০
চোরভুবন ও সাধুভুবন	অমর মিত্র	৭৩
লালি	শিবশঙ্কর	৭৭
মুঠো	শোভন শেঠ	৭৯

শ্রুতি নাটক

মণ্ডল মিষ্টান্ন ভাণ্ডার	শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়	৮২

গল্প

মেঘনাদ দ্য চ্যাম্পিয়ান	স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৬
দাদুর গোয়েন্দাগিরি	দীপান্বিতা রায়	৯০
কাউচ কুমড়ো	রাজেশ বসু	৯৪
দাড়ি-কাহিনি	শৈবাল চক্রবর্তী	৯৭
সত্যি বলছি	কার্তিক ঘোষ	১০০
সুমন বামন কল্পকথা	স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়	১০৩

কবিতা

দিলাম তোমায় কল্পলোকের চাবি	শ্যামলকান্তি দাশ	১০৫
ছড়ায়-ছন্দে আই পি এল ধামাকা-২০১৬	তৃষিত বর্মন	১০৬
স্বপ্নভেলায়	দীপ মুখোপাধ্যায়	১০৭
একফালি রোদ	পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৮
বাংলার মুখ	নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত	১০৮

ভ্রমণ

সুমেরু বৃত্তের মধ্যে	সমীর রক্ষিত	১০৯

গল্প

ক্ষাত্র উপবীত	হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত	১১৭
বিবর্তন	ইন্দ্রানী চক্রবর্তী	১২৫
ভূত আছে কী নেই	বাণীব্রত চক্রবর্তী	১৩০
এক হানাদারের গল্প	কুমার মিত্র	১৩৪
বুবুলের বন্ধু	অনিরুদ্ধ রাহা	১৩৮
কালিকামারের সাঁড়াশি	শিশির বিশ্বাস	১৪২
জ্যোতিষী মেসোর পদোন্নতি	গাজী বিশ্বজিৎ ইসলাম	১৪৭

কবিতা

টইটই ছড়া	দেবাশিস্ বসু	১৫০

মনের মানুষ	আরণ্যক বসু	১৫০
ঝগড়া	অভীক বসু	১৫১
বাবার অফিস	অমরেন্দ্র চক্রবর্তী	১৫১
আলোর নীড়	ব্রজেন্দ্রনাথ ধর	১৫২
এই তো	রূপক চট্টরাজ	১৫২
ছবি	আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়	১৫৩
রাতের আকাশ	মধুসূদন ঘাটী	১৫৩

গল্প

মণিবাবুর মন	সৈকত মুখোপাধ্যায়	১৫৪
স্বার্থপরের সাজা	অনন্যা দাশ	১৬০
ক্ষীরনদী	হেমেন্দুশেখর জানা	১৬৬
এক যে ছিল রাজা	দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য	১৭০
বুবুনের ভূত	কৌশিক ঘোষ	১৭৫
অপারেশন H_2O	সুধীন্দ্র সরকার	১৭৮

ভ্রমণ

এশিয়ান সিংহের আস্তানা—গির ফরেস্ট	ছন্দা চট্টোপাধ্যায়	১৮১

গল্প

মামার বাড়ি	তপনকুমার দাস	১৮৫
দ্য পিস্তল শট আলেকজান্ডার পুশকিন	ভাষান্তরঃসুজাতা পাণ্ডী সরকার	১৯১
ডাকাত আসছে	দেবাশিস সেন	১৯৪

কবিতা

খুঁজে নিতে	হান্নান আহসান	১৯৭
ও কিছু না	প্রদীপ আচার্য	১৯৭
আমরা দু'জন	সিরাজুল ইসলাম	১৯৮
প্রিয় বন্ধুকে	সুখেন্দু মজুমদার	১৯৮

গল্প

ভোরের পাহারাদার	কাবেরী চক্রবর্তী	১৯৯
রাখালমারির জলধর বর্মন ও লাটাগুড়ির হাতি	সনৎ বসু	২০৩
ঠাকুমার গল্প	সুনির্মল চক্রবর্তী	২০৭
পুনর্জন্ম	সুমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৯
তেলেভাজার মেলায়	গৌর বৈরাগী	২১২
আয়না আর নেকলেসের গল্প	প্রতাপ কানুনগো	২১৫
ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের আশ্চর্য ভুবন	জ্যোতির্ময় দাশ	২১৮
আলেকজান্ডারের শেষ তিন ইচ্ছা	ভাগ্যধর হাজারী	২২১
দীপ্ত দীপমালা	মহুয়া ভট্টাচার্য গোস্বামী	২২৩
বঙ্কিম-ব্যাখ্যা	অলক চট্টোপাধ্যায়	২২৬

কবিতা

বই	আমীরুল ইসলাম	২৩৩
একটি মেয়ে	হরিশঙ্কর রায়	২৩৩
ছড়া	অনির্বাণ রায়	২৩৪
খেলার সাথী	কল্পনা ভট্টাচার্য	২৩৪
পুজোর চাঁদা	দিগম্বর দাশগুপ্ত	২৩৫
পুজোর ছুটিতে	বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী	২৩৬
আলোয় ফেরা	অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়	২৩৬
সত্যসন্ধানী	মৃণালকান্তি দাশ	২৩৭
সবার সেরা দামি	শৈলেন্দ্র হালদার	২৩৭
একটা বিকেল	গৌতম হাজরা	২৩৮
ফুল	মন্দাক্রান্তা সেন	২৩৮
শিকড়ের কথা	চন্দন নাথ	২৩৯
যাবার বেলা	শমীন্দ্র ভৌমিক	২৪০
রাঙা মাথায় চিরুনি	অশোক কুমার মিত্র	২৪০

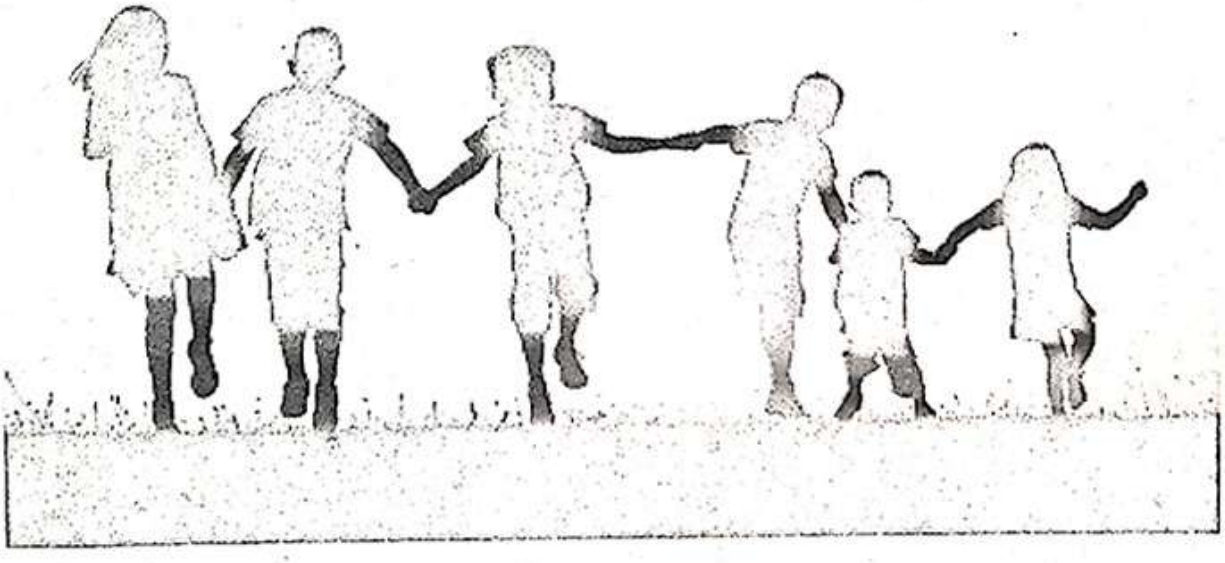

সাবধান

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এমন কিছু রাস্তা আছে
কলকাতা শহরে.
দিন-দুপুরেও নাম শুনে যার
গা-ছমছম করে।
যেমন কিনা রেল-লাইনের
ধারেই যে রাস্তাটা,
নাম যদি তার কেউ করেছ,
সিউরে ওঠে গা'টা।

কারণটা এই স্থ শ্যাম-ফাঁসুড়ের
হ্যাঁচকা দড়ির টানে
প্রাণ যেত অসংখ্য লোকের
এককালে ওইখানে।
দেড়শো বছর আগের ব্যাপার,
তবুও কেহ-কেহ
বলেন যে, সে বেঁচেই আছে,
নেই তাতে সন্দেহ।

অদ্যাপি সে আবছায়াতে
নির্জন রাস্তাতে
ওই এলাকায় ঘুরে বেড়ায়
ফাঁসের দড়ি হাতে।
এর পরে তো একটা কথাই
বলার থাকে আর,
রেল-লাইনের পাশের গলি
সাবধানে হও পার।

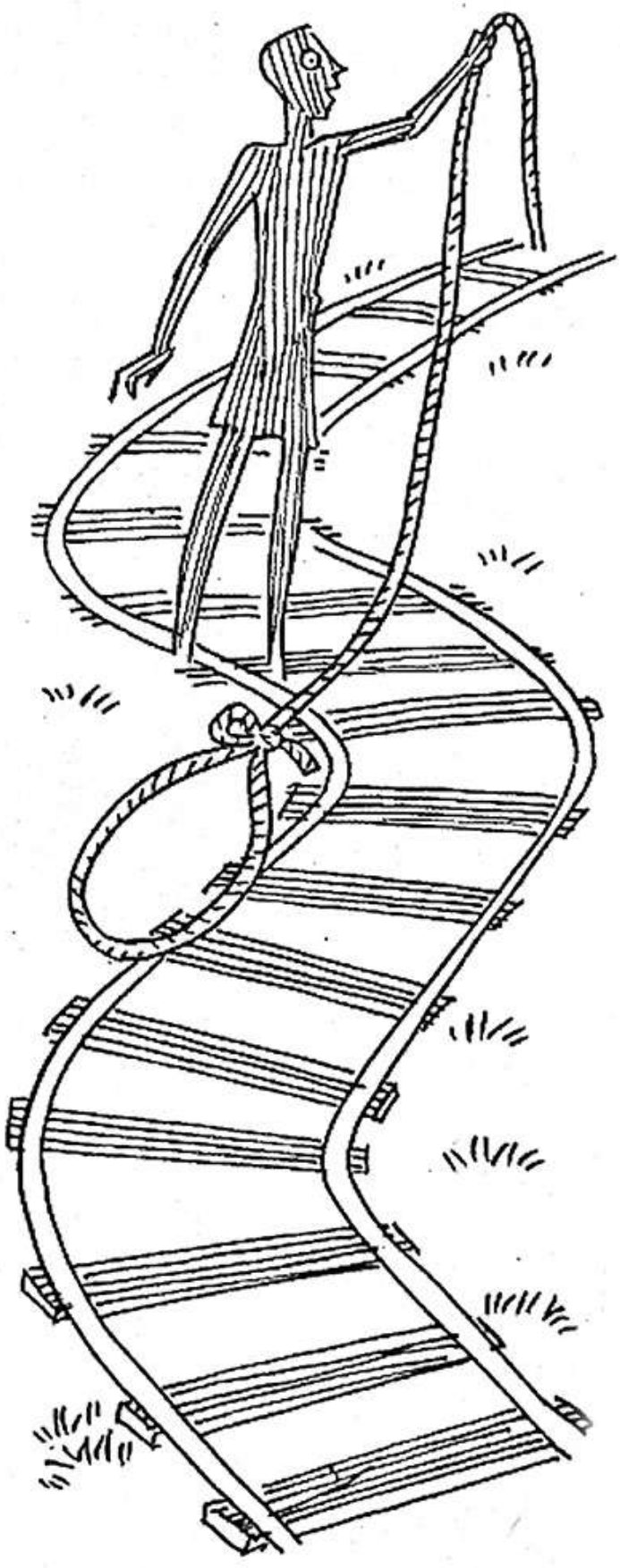

আরোগ্য

শঙ্খ ঘোষ

নানা ডাক্তারে পরীক্ষা করে,
নানামতো দেয় দাওয়াই
দিনরাত জুড়ে আমার কাজ তো
হাজারো ওষুধ খাওয়া-তো।
ঘরে বা বাইরে মহা হই চই
ব্যথা থেকে যায় ব্যথার মতোই
কোলের পুতুল নিয়ে তাকে আমি
দু-চোখের জলে নাওয়াই।

কী আশ্চর্য! কেউ কি বোঝে না
ব্যথা জমে আছে কোথায়?
আমিও বুঝি না সে কথাটা রাখি
মনে কোন্ মণিকোঠায়!
যেদিকে তাকাই সকলেই ম্লান—
পৃথিবী-জোড়া যে রক্তস্নান
স্বপ্নেও দেখি সেই লালটাই
ঝরছে ফোঁটায় ফোঁটায়।

ছুটে যেতে চাই যেখানেই, দেখি
সব দোর আব্‌জানো
ওগো ডাক্তার, এ রোগের কোনো
আরোগ্য তুমি জানো?

হারানো দিন চিরনবীন

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

লীলা মজুমদার

সমারসেট মম বলেছিলেন গদ্য লেখকদের পাঠকরা মনে রাখে চল্লিশ বছর, কবিকে চিরকাল। তার কারণ চিরন্তন বিষয়বস্তু নিয়েই কাব্যের সৃষ্টি; সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ নানান ছলে কবিতার উপকরণ হয়ে ওঠে। তার পুরোনো হয়ে উঠবার উপায় থাকে না। ছোটো গল্প ও উপন্যাস সাধারণত মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে লেখা; চল্লিশ বছরে তাই সেসব সেকেলে হয়ে যায়; জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে বহু প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা ও আদর চলে যায়। কিন্তু এমন গদ্যও আছে যে স্বভাবত কাব্যধর্মী, তাই সে কখনও পুরোনো হয় না; রসরচনা ও ছোটোদের জন্য লেখা অনেক বই-ই এই ধরনের জিনিস। তাদের আদর দেশকালোত্তর। ছোটোদের জন্য রচিত কবিতার তো কথাই নেই।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'খুকুমণির ছড়া' থেকে একটি নমুনা দিই ঃ

"ঘোড়ায় নাকি পাড়ে না ডিম?
ওই দ্যাখ তার বাসা,
ডিমের ওপর বসে ঘোড়া
তা দিচ্ছে খাসা।"

এ ছড়া আজ কেন আগামী পরশুও লেখা হতে পারত, তবু এর অপরূপত্ব ও জনপ্রিয়তা এতটুকু ক্ষুণ্ন হত না। নিতান্ত শিশু বয়সে প্রথম পড়েছিলাম, সঙ্গে একটি লাইন ড্রইং-এর অবিস্মরণীয় ছবি ছিল। কবিতার কথায় যদি বা কারও প্রত্যয় না হয়, ছবি দেখলে মন থেকে সব অবিশ্বাস ঘুচে যেতে বাধ্য। গাছের মগডালে কাকের বাসার মতো, কিন্তু তার চাইতে অনেক বড়ো বাসা বেঁধে, স্বীয়-গৃহস্বামিত্ব প্রমাণ করবার জন্য বাসার দেয়ালের ওপর দিয়ে সামনের দুই খুর ঝুলিয়ে দিয়ে, ঘোড়া ডিমে তা দিচ্ছে। বাসাটি যে তারই নিজস্ব তাতে কোনো সন্দেহের কারণ নেই, যেহেতু আশেপাশে নানান্ মাপের ঘোড়ার পায়ের নাল ঝোলানো আছে এবং সারা ছবিময় একটা উগ্র ঘোড়া-ঘোড়া ভাব। এ ছবি কে এঁকেছিলেন জানি না, তবে কবির সঙ্গে তিনিও স্বচ্ছন্দে অমরত্ব দাবি করতে পারেন।

'খুকুমণির ছড়া' যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত একটি সংকলন, এর মধ্যে অনেক পুরোনো প্রচলিত ছড়ার সঙ্গে, অন্যান্য লেখকদের রচনা, বিদেশি সাহিত্য থেকে অনুবাদ ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নিজের কবিতাও আছে। এই বিশেষ ছড়াটি কোন্ শ্রেণিতে পড়ে বলতে পারি না, কিন্তু বাংলা শিশু-সাহিত্যের বিস্ময়কর উন্মেষের সময়ের যেসব মনোহর রচনা দেশে সাড়া

জাগিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত যাদের পরাভব হয়নি, এই কবিতা তাঁর একটি উদাহরণ।

দেশে এমন বহু প্রতিভাবান লেখক আছেন, যাঁদের ললাটে সাফল্যের তিলক জ্বলজ্বল করলেও তাঁরা না জন্মালে দেশের বিশেষ ক্ষতি হত না। কারণ, তাঁদের পাঁচ দশ কী এক কোটি উৎকৃষ্ট বই তাঁরা যদি-বা-না-ই লিখতেন, আরও পাঁচ দশ কী পঁচিশজন সমান গুণী লেখক এগিয়ে এসে যেটুকু ঘাটতি হয়, নিমেষের মধ্যে পূর্ণ করে দিতেন। দেশীয় সাহিত্যের বিবর্তন অব্যাহত থাকত।

তেমনি আবার মুষ্টিমেয় কয়েকজন আছেন যাঁরা সাহিত্যসেবায় নিজেদের উৎসর্গ না করলে, কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে সাহিত্য অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকত। যোগীন্দ্রনাথ সরকার এই মুষ্টিমেয়র অন্যতম। শোনা যায় প্রথম প্রকাশিত আধুনিক বাংলায় ছোটোদের জন্য মৌলিক গ্রন্থ হল ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত 'হাসি ও খেলা'। এই একখানি বই দিয়ে যোগীন্দ্রনাথ বাংলার শিশুসাহিত্যের ধারার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন; আর তাকে ফিরে দেখতে হয়নি।

এই সময়ে যদি তিনি অনুপ্রেরণার দোসর না পেতেন তা হলে স্থায়ী প্রভাব কতখানি হত বলা যায় না, সৌভাগ্যের বিষয় ওঁদের এমন একটি গুণীর দল গড়ে উঠেছিল যাঁদের উদ্দেশ্যই ছিল খ্যাতি বা ব্যক্তিগত লাভের দিকে দৃষ্টি না রেখে, বাংলায় এক বৈশিষ্ট্যময় বাল-সাহিত্য গড়ে তোলা, যাতে বাংলার ছেলেমেয়েদের আর কখনও মানসিক দৈন্য অনুভব করতে না হয়।

সহজেই বলা চলে এঁদের আগমনের আগে বাংলা শিশু-সাহিত্যের স্বকীয়তা বলে কোনো বস্তু ছিল না। তার মানে নয় যে, ছোটোদের পড়বার মতো বই-ই ছিল না; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত ইত্যাদি এ-বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, কিন্তু তাঁদের গ্রন্থগুলি যেমন আখ্যান মঞ্জরী, কিংবা চারুপাঠ পাঠ্যতালিকার উচ্চস্থান পাবার উপযুক্ত হলেও, প্রকৃত শিশুসাহিত্য ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাদান, রস পরিবেশন নয়। এছাড়া খ্রিস্টান মিশনারিদের খ্রিস্টীয় নীতি শিক্ষার বই তো ছিলই। তাকেও সাহিত্য বলা চলে না।

শিশুদের জন্য পত্রিকাও প্রকাশিত হত; ক্রমে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের 'বালকবন্ধু', ১৮৮৩ সালে প্রমদাচরণের 'সখা', ১৮৮৪ সালে জোড়াসাঁকো থেকে প্রকাশিত 'বালক' দেখা দিল। ১৮৯৫ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত স্বনামধন্য 'মুকুল' প্রকাশিত হল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে নতুন শিশুসাহিত্যের জমি তৈরি হয়েছিল। জমি তৈরি না থাকলে এই নব সাহিত্যের চারাটি অঙ্কুরিত হত কী না কে জানে।

'মুকুল' প্রকাশিত হবার আগেই ১৮৯২ সালে যোগীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বই 'ছবি ও গল্প' বেরিয়েছিল; সজনীকান্ত দাসের আত্মস্মৃতিতে এই বইখানির চমৎকারিত্বের কথা বিমুগ্ধভাবে উল্লেখ করা আছে। ১৮৯৩ সালে যখন 'রাঙা ছবি' প্রকাশিত হল, সবাই বললে ছোটোদের জন্য এমন চোখ-জুড়ুনি বইয়ের কথার এর আগে কে ভাবতে পেরেছিল? মনে হয় এই ছিল যোগীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি; ছবি দিয়ে, রস দিয়ে, আনন্দ দিয়ে, সর্বাঙ্গসুন্দর করে ছেলেমেয়েদের জন্য বই প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা। সেইদিন থেকেই বাংলা শিশুসাহিত্যের একটা সুউচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ছোটোদের জন্য বই লিখলেই আর ছবি আঁকলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না; সামনে থাকে সব চাইতে বড়ো সমস্যা। কম দামে ছোটোদের জন্য ছবি দিয়ে সাজানো বই কে-ই বা প্রকাশ করতে সাহস করবে? পাকা ব্যবসায়ীরা তো নয়ই। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে সিটি স্কুলে মাস্টারি করতে করতেই যোগীন্দ্রনাথ 'সিটি বুক সোসাইটি' স্থাপন করলেন। মুনাফার আশা না রেখে, ছোটোদের জন্য বই ছাপাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। দেশের একটা বড়ো অভাব কিছুটা মিটল। যোগীন্দ্রনাথের নিজের বই ছাড়াও, বহু নাম করা ছোটোদের বই এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল; যেমন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সেকালের কথা, ছোটোদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, মহাভারতের গল্প; দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর জীবজন্তু, চিড়িয়াখানা; পরে, কুলদারঞ্জন রায়ের রবিন হুড, ওডিসিয়ুস, ইলিয়ড ইত্যাদি।

উপেন্দ্রকিশোরের বিখ্যাত ইউ রায় অ্যান্ড সন্স তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি; সিটি বুক সোসাটি একাই একশো। ছোটোদের জন্য ভালো বই দেখে দেশের সকলেই আনন্দিত। সে-সব বই এতই ভালো যে, আজ পর্যন্ত তাদের জুড়ি মেলা দায়। যোগীন্দ্রনাথের বইগুলি শিশুসাহিত্যের ক্ল্যাসিক হয়ে আছে। হাসিখুশি ১ম ও ২য় ভাগ তিন পুরুষ ধরে বাঙালি সন্তানদের মুগ্ধ করে রেখেছে। অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে আমটি আমি খাব পেড়ে, মায়ের দুধের মতো বাংলার সব শিশুর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অমূল্য সম্পদ।

লোকে যখন লেখকের নামধাম ভুলে গিয়ে তাঁর লেখাগুলিকে প্রবাদ বাক্যের মতো অসংশয়ে গ্রহণ করে, তখনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। বর্তমান পর্যায়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নাম তালিকাভুক্ত করা ভুল। কারণ, তিনি বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি লেখক নন। যাঁর কলম থেকে হারাধনের দশটি ছেলের কাহিনি, 'এক যে আছে মজার দেশ', 'চ্যাপটা নাকে চশমা আঁটা গুরু মহাশয়' 'এখন আসে যদি বাঘ, আমার বড্ড হবে রাগ' 'দাদ্‌খানি চাল মুগুরির ডাল' ইত্যাদি অমৃতধারার মতো নিঃসৃত হয়েছিল এবং আজও বাংলা শিশু জগতের মাটিকে সিঞ্চিত করছে, তাঁকে কি কখনও 'বিস্মৃতপ্রায়' বলা উচিত? আরেকটি চিরন্তন ছড়ার কথা পাঠকদের মনে করিয়ে দিই ঃ

"হাতি নিয়ে লোফালুফি
ছিল আমার কাজ;
সবাই আমায় ডাকত তখন
মল্ল মহারাজ।
সেদিন আর নাইকো রে ভাই,
সেদিন আর নাই;
তিনটি হাতির ভারেই এখন
হাঁপিয়ে মারা যাই!"

ছোটোদের জন্য এমন ছড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বা ক-টি লিখেছেন?

যোগীন্দ্রনাথ ও তাঁর সতীর্থরা অন্য এক আবহাওয়াতে বাস করতেন, সেখানে তোমার-আমার ভেদ ছিল না। তাঁরা শুধু নিজেদের রচনা প্রকাশেই আগ্রহী ছিলেন না; দেশবিদেশ থেকে যেখানে যা দেখে মনে হত ছোটোদের ভালো লাগবে, অমনি সেটি সংগ্রহ করে আনতেন। রস-পরিবেশনই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য; সংকলনগুলিতে সব সময়ে রচয়িতাদের নাম পর্যন্ত থাকত না; অনেক ছবি বিলিতি বই থেকে নেওয়া হত; একই ছবি হয় তো একাধিক গ্রন্থে স্থান পেত। কত সময়ে ছবি দেখে তবে কবিতা রচনা করা হত। এমন অপূর্ব সমবায় সমিতি আর কখনও দেখা গেল না। যোগীন্দ্রনাথের হাসি ও খেলা এই ধরনের বই; এতে তাঁর নিজের লেখা ছাড়াও প্রমদাচরণ সেন, উপেন্দ্রকিশোর, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি রচনা সংবলিত আছে।

এই সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ সরকার রচিত বা সম্পাদিত অনেকগুলি গ্রন্থের তালিকা সংযুক্ত করা হল; তালিকাটি সম্পূর্ণ না হলেও প্রধান বইগুলির নাম দেওয়া হয়েছে। তালিকার দৈর্ঘ্য দিয়ে কিন্তু বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অবদান মাপা যায় না। চোখের সামনে যে আদর্শ রেখে আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্য গড়ে উঠেছে সেই আদর্শ স্থাপন করায় তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধেয়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও সেই আদর্শ গ্রহণ করেই বাংলা শিশুসাহিত্যকে অমন অপরূপ বলিষ্ঠতা ও সম্পূর্ণতা দিতে পেরেছিলেন। বয়সে তিন বছরের বড়ো হলেও উপেন্দ্রকিশোরের কর্মজীবনের প্রথম দিকটা নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কেটেছিল; যোগীন্দ্রনাথ তরুণ বয়স থেকেই শিশুসাহিত্য রচনা ও প্রকাশনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

এঁরা ছিলেন সমগোত্র ও অভিন্ন-আদর্শ; শোনা যায় যোগীন্দ্রনাথ সরকারদের দেব-সরকার বংশের ও উপেন্দ্রকিশোরের (দেব) রায়-বংশের একই পূর্বপুরুষ। শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও নাকি এঁদের সেই বংশ থেকেই উদ্ভূত।

যোগীন্দ্রনাথের জন্ম জয়নগরে, তাঁর মামার বাড়িতে। তাঁর পিতার নাম নন্দলাল দেব। লেখাপড়া শিখেছিলেন জয়নগর ও দেওঘর স্কুলে এবং কলকাতার সিটি কলেজে। পরে আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত সিটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এই সময় থেকেই তাঁর শিশুসাহিত্য সেবার সূচনা হয় এবং সত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সেই সাধনায় ছেদ পড়েনি।

মানুষটি ছিলেন কোমল, স্নেহশীল, পর-দুঃখকাতর, পরিহাসপ্রিয়। বাইরে থেকে তাঁর বিখ্যাত মেজদাদা, স্বনামধন্য চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকারের সঙ্গে বিশেষ কোনো সাদৃশ্য না থাকলেও তাঁদের ভ্রাতৃ-প্রেমের কথা সকলে জানত। লোকজন বড়ো ভালোবাসতেন, খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসতেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ভারি উৎসাহী ছিলেন।

কলকাতার ভিড়ে বাস করা যখন অসহ্য মনে হত, গিরিডিতে তাঁর বাগান দিয়ে ঘেরা বাড়ি, 'গোলকুঠিতে' চলে যেতেন। ক্রমে সেই বাড়ি বন্ধুবান্ধবের মিলনস্থল হয়ে উঠেছিল। তখনকার দিনের বাঙালিরা ভারি একটা মজলিশি আবহাওয়ায় বাস করতেন, পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের যোগও ছিল অকৃত্রিম, সরস আদান-প্রদানের কতই-না গল্প শোনা যেত। উপেন্দ্রকিশোরের বড়ো দাদা অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় তাঁর খেলার সরঞ্জামের দোকানে খাসা একরকম মাছ ধরার চার বিক্রি করতেন। তার নাম ছিল, 'ইধর আও!' যোগীন্দ্রনাথ তাঁর দেখাদেখি আরেকটি-চার প্রস্তুত করে, তার নাম রাখলেন 'উধর মৎ যাও'।

শুধুই যে হাস্যরস পরিবেশন করে যোগীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত ছিলেন সেটা মনে করা ভুল। সৎ ও সত্যপ্রিয়, আনন্দময় ও বলিষ্ঠ ছেলেমেয়ে তৈরি করাই ছিল তাঁর আশা ও সাধনা। তাঁর লেখা একটি ছোটোদের গান থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করে এই রচনা শেষ করি।

"জগতের পিতা তুমি করুণা, নিধান,
হীনমতি শিশু মোরা দুর্বল অজ্ঞান।
ছোটো প্রাণে আমাদের দাও ভালোবাসা,
ছোটো ছোটো মুখে দাও স্বরগের ভাষা;
শিখাও এ ছোটো কণ্ঠে তব নাম গান!"

যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত ও সম্পাদিত গ্রন্থতালিকা

হাসি ও খেলা (সংকলন)
ছবি ও গল্প
রাঙা ছবি
হাসিখুসি ১ম ভাগ
হাসিখুসি ২য় ভাগ
ছড়া ও ছবি
ছবির বই
আষাঢ়ে স্বপ্ন
হিজিবিজি
ছড়া ও পড়া
মোহনলাল (ছোটোদের উপন্যাস)
মজার গল্প
হাসির গল্প
হাসিরাশি
খেলার গান (action songs)
খুকুমণির ছড়া (সংকলন)
ছোটোদের চিড়িয়াখানা
জানোয়ারের কাণ্ড
ছোটোদের মহাভারত
ছোটোদের রামায়ণ
হিন্দি হাসিখুসি (বাংলা হাসিখুসির অনুবাদ)
বন্দেমাতরম্ (সংকলন)
শিশু চয়নিকা ইত্যাদি